কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 19 AUG 2015
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৮

নীরবেই কাটল বাকৃবি দিবস

প্রশাসনের আচরণে শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ

বাকৃবি প্রতিনিধি ▷

নীরবেই কেটে গেল বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) জন্মদিন। গতকাল ১৮ আগস্ট ছিল বাকৃবি দিবস। এ উপলক্ষে কোনো কর্মসূচিই হাতে নেয়নি প্রশাসন। তাই সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ক্লাস-পরীক্ষার মধ্যেই কেটেছে শিক্ষার্থীদের দিন। আর ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো আর ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থিরচিত্র দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েই দিবসটি পালন করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি আনন্দ শোভাযাত্রারও আয়োজন না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষার্থীরা। এদিকে শোকের মাস এবং উপাচার্য ক্যাম্পাসে না থাকায় দিবসটি পালন করা হচ্ছে না বলে প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কৃষি শিক্ষার অন্যতম এই বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে কোনো বছরই নেওয়া হয় না তেমন কোনো কর্মসূচি। সাদামাটাভাবে পালন করা হয় দিবসটি। দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে জাঁকজমকভাবে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করলেও বাকৃবির শিক্ষার্থীরা তা থেকে প্রতিবছরই বঞ্চিত হয়। দিবসটির দিনও ক্লাস-পরীক্ষা চালু থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে এবার প্রশাসন কোনো কর্মসূচির উদ্যোগ না নেওয়ায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে নিন্দা জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড টেকনোলজি বিভাগের ছাত্র মো. জুনায়েদ খান সহল ফেসবুকে লিখেছেন, 'ওহ! সরি! ভুলেই গেছিলাম। আজ তোমার জন্মদিন! জানি জন্মদিনে তোমার কোনো আগ্রহ নেই। তবুও বলছি, শুভ জন্মদিন হে প্রিয়তম বাকৃবি! যে মায়ার জাল তুমি এ সাড়ে চার বছরে আমার চারিপাশে বিছিয়েছো, সেই জালেই আমাকে শক্ত করে বেঁধে রেখো চিরকাল!'

মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী ইউসুফ আলী তাঁর ফেসবুকে লিখেছেন, 'রফিক টি স্টলটির শুধু মালিকানাই পরিবর্তন হয়েছে, এটির কার্যক্রম কিন্তু একই রয়ে গেছে। এখানে, শুধু আলোচনা হবে রাজনৈতিক। যাই হোক যতই থাকুক ক্লাস-পরীক্ষা। তোমায় জানাই শুভ জন্মদিন।'